কার্যকরী সভাপতি সাইফুল আলম মানিক, সাধারণ সম্পাদক লায়ন শেখ আজগর লস্কর প্রমুখ।

সৌদি আরব থেকে ফিরলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বিদেশ থেকে ফেরা মানুষকে কাউন্সিলিং ও আর্থিকভাবে পুনরেকত্রীকরণের কর্মসূচি নিয়েছে ব্র্যাক। ফেরত আসা নূর বেগম (৪০) জানান, ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে গিয়েছিলেন সৌদি আরবে। সেখানে নিয়োগ কর্তার নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের সেইফ হোমে। তিনি বলেন, ঠিকমতো খাবার ও নিয়মিত বেতন দেয়া হতো না। বেতন চাইতে গেলে তার ওপর চালানো হতো নির্যাতন। একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে দেশে ফিরেছেন যশোর জেলার খাদিজা বেগম, নারায়ণগঞ্জের সেফালী বেগম, ঝিনাইদহের শিল্পী খাতুন ও ঢাকার সুবর্ণা বেগম। ১৬ দিন ডিপোর্টেশন ক্যাম্পে থেকে দেশে ফেরা রাজবাড়ির রউছ শেখ জানান, মাত্র এক বছর পূর্বে গিয়েছিলেন সৌদি আরবে। কর্মস্থল থেকে রুমে ফেরার পথে পুলিশ আটক করলে তিনি আকামা প্রদান করেন পুলিশকে কিন্তু কিছুতেই সমাধান হয়নি, দায়িত্ব নেয়নি নিয়োগকর্তা সে কারণেই দেশে ফিরতে হলো রউছকে। একই সাথে দেশে ফিরেছেন নোয়াখালীর ফারুক, কুমিল্লার সাইফুল, চট্টগ্রামের তাসলিম আরিফ, পাবনার জুয়েল শেখসহ ১৩২ বাংলাদেশি। দেশে ফিরে আসা অনেক যুবক অভিযোগ করে বলেন, আকামা তৈরির জন্য কফিলকে (নিয়োগকর্তা) টাকা প্রদান করলেও কফিল আকামা তৈরি করে দেয়নি। পুলিশের হাতে গ্রেফতারের পর কফিলের সাথে যোগাযোগ করলেও গ্রেফতারকৃত কর্মীর দায়দায়িত্ব নিচ্ছে না। বরং কফিল প্রশাসনকে বলেন ক্রুশ (ভিসা বাতিল) দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিতে। এ প্রসঙ্গে ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নতুন বছরের শুরুতেই সাত দিনে ফিরলেন ৭৬৭ জন। এভাবে ব্যর্থ হয়ে যারা ফিরছেন তাদের পাশে সবার দাঁড়ানো উচিত। আর এভাবে যেন কাউকে প্রতারিত না হতে হয়, যে কাজে গিয়েছেন সেই কাজই যেন পান এবং খরচের টাকা তুলে ভাগ্য ফেরাতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্র ও দূতাবাসকে। এক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিকেই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানান তিনি।

১৫০ দিনের বেশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন আদালত। এ বিষয়ে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানির পর গতকাল বুধবার বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক। সরকারপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত। তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে জানিয়ে অমিত দাশগুপ্ত বলেন, যেসব সরকারি কর্মকর্তা ১৫০ দিনের বেশি সময় অফিসার অন স্পেশাল ডিউটিতে (ওএসডি) আছেন, তাদের স্বপদে পুনর্বহালের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ১৫০ দিনের বেশি সময় ওএসডি রাখা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া একজন সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এ কমিটি ১৫০ দিনের বেশি অতিরিক্ত সময় ওএসডি আছেন যারা, তাদের আইনানুগ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৯০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

হেড অফিস, অনিক টাওয়ার, ২২০/বি, তেজগাঁও লিংক রোড, ঢাকা-১২০৮

বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩-এর ১২(৩) ধারা অনুসারে

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে. Mr. Md. Forhad Hossan Ikbal, Son of Late Md. Joinal Abedin, Proprietor-SAFE KRINKEL & EXPORT DRY PROCESS, Address: Morkun Bapari Para Silmoon, Morkun Link Road, Tongi, Gazipur.-এর নিকট ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এর Loan বাবদ গত ২৯.০৪.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৮,২৮,১৮৭.১৬ (কথায়ঃ আট লক্ষ আঠাশ হাজার এক শত সাতাশি টাকা ষোল পয়সা মাত্র) পাওনা রহিয়াছে। উক্ত ঋণ গ্রহিতার ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ তাহার নিম্ন তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্ট্রিকৃত বিগত ২১.১১.২০১৬ তারিখে বন্ধকী দলিল নং ১৬০০০ এর মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর নিকট দায়বদ্ধ রাখিয়াছেন এবং একই তারিখে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত ১৬০০১ নং আম-মোক্তারনামা দলিলের মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঋণ বাবদ পাওনা টাকা উক্ত ঋণ গ্রহীতা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ পাওনা আদায়ের নিমিত্তে উক্ত বন্ধকী দলিল ও আম-মোক্তারনামা বলে তফসিল বর্ণিত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করিতেছে।

Schedule of the Mortgage Property

All that piece & parcel of total land measuring more or less 03.71 (Three point seven one) decimals, situated within the District: Gazipur, P.S & Sub-Registry Office: Tongi, Gazipur, Mouza: Markun, J.L Nos.: C.S & S.A-134, R.S-44, Jote No.-6140, together with all rights, title, interest, easements etc. attached thereto or appertaining to the schedule property under the following Khatian & Dag Nos.

Name of Khatian	Khatian No	Dag No
C.S	57	215
S.A	127	215
R.S	43	510
Mutation (R.S.)	43	510

The whole land being butted & bounded by as per valuation report:

On the North: House of Nurul Islam Shikder, On the South: House of Rahim Master, On the East: Morkun Silmoon Link Road (12ft. wide pucca), & On the West: House of Rahim Master.

Along with all structure & building Constructed and/or to be Constructed thereon.

নিলামের শর্তাবলী :

১) প্রত্যেক দরপত্র দরদাতার নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অক্ষরে ও কথায় লিখিয়া এবং দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। ২) দরপত্র আগামী ৩০.০১.২০২০ইং তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে জমা দিতে হইবে। ৩) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্বৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্বৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০%-এর সমপরিমাণ টাকার, জামানতস্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ২নং শর্তে উল্লেখিত ঠিকানায় ব্র্যাক ব্যাংক লি :-এর অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন। ৪) অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেন। ৫) দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতিয়মান হইলে এবং কম জামানত প্রদানকারী কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ৬) উপরে বর্ণিত (৩) ও (৪)-এর অধীনে প্রথম সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে ব্যাংক ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি ক্রয়ে আহ্বান করিতে পারিবেন। ৭) নিলামে অংশগ্রহণ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানিবার জন্য এবং নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ব্যাংকের উক্ত ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করিতে পারিবেন। ৮) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দরপত্র বাতিল করিবার অধিকার ব্র্যাক ব্যাংক লি : সংরক্ষণ করে। আদালতের কোন আদেশ অথবা রায়ের কারণে দরপত্র বাতিল করার ক্ষেত্রে সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র তাহাদের জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। দরপত্র গৃহীত হয় নাই এমন দরপত্রদাতাদেরকে তাহাদের জামানতের টাকা যথাশীঘ্র সম্ভব (১ম ও ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতিরেকে) ফেরত দেওয়া হইবে। ৯) দরদাতাগণ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ (যদি উপস্থিত থাকেন)-এর সম্মুখে আগামী ৩০.০১.২০২০ইং তারিখে বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় ২নং শর্তে উল্লেখিত ব্র্যাক ব্যাংক লি :-এর অফিসে দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। ১০) সফল দরদাতাকে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন খরচ, হস্তান্তর ফি, ট্র্যান্স ডিউটি, উৎস কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অন্যান্য খরচ, দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং উহার উপর কোন পাওনা বা দাবী থাকিলে তাহা বহন করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন খরচসহ বর্ণিত সকল খরচের বিষয়ে কোন অসাদুপায় অবলম্বন করিলে উহার উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। ব্র্যাক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়ী থাকিবে না। ১১) বর্ণিত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের, বিসিক, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর ইত্যাদিসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর উপর বর্তাইবে না। উক্ত খরচ দরপত্রদাতা/ক্রেতা বহন করিবেন। ১২) সফল দরদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩-এর ১২(৫) ধারা মোতাবেক সম্পত্তি দখল প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা করা হইবে।

দরপত্র দাখিলের ঠিকানা : লিগ্যাল এন্ড রিকোভারী ডিভিশন, সেপাল প্লাটিনাম টাওয়ার, লেভেল-৩, ২৪৭-২৪৮, বীর উত্তম বীর শওকত আলী সড়ক তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। ফোন নং ০১৭১৪০৮৪৫০৩, ০১৭১৪০৮৪৯১৭।

শিক্ষার্থীদে

শেষ পৃ

রাষ্ট্রপতি বলেন, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই এ শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভ কোনো অসামর্থ্যই দেশকে পিছিয়ে দেয় ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। এ গবেষণা। নিত্যনতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন একটি দেশ। দারিদ্র্য নিরসনসহ বিভিন্ন রোল মডেল। বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল অন্যতম। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক অর্থনীতিবিদদের ধারণা ২০২৪ সাল নাগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাওয়া। স দাঁড়াবার, পথ চলবার। বাংলাদেশের উন্ন পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের মানুষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমী, উদ্যমী, লড়াকু ও স বাংলাদেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, যে কোনো দেশে সমাজই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কা ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং আজ তোমরা যার তরুণ, তোমরা একেকটি আলোর প্রদী উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় এগিয়ে আসতে হ আমি মনে করি তোমাদের মেধা ও শ্রমে মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা শৃঙ্খলার মাধ্যমে তোমরা ডিগ্রি অর্জন তোমাদের বিদ্যালাভ ও সত্যিকার মানুষ সাহস ও অর্থ জুগিয়েছেন তারা রয়েছেন জনগণের প্রতি জীবনব্যাপী তোমাদের দ

দ্বিতীয় বছ

শেষ পৃ

দেন রাষ্ট্রপতি। এবারো সেই প্রস্তুতি নে রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুমোদন হয়েছে। সংস প্রস্তুতি নিয়েছে। রাষ্ট্রপতির আগমনকে দফতর ও অধিবেশন কক্ষ সাজানোর প ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হয়েছে। রাষ্ট্রপতির জন্য নির্ধারিত প্রে করবেন আবদুল হামিদ। এ কারণে অধিবেশনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা সচিবালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, আসন থেকে নির্বাচিত চলতি সংসদের স আনীত শোক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও গ্রহণের পর অধিবেশন মূলতবির রেওয়া প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিধান থা দিয়ে আবারো শুরু হবে। এরপর রাষ্ট্রপ ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে সরব করবেন। এদিকে আজ অধিবেশন শুরুর কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের মেয়াদ ও দ্বিতীয় বছরের প্রথম এই অধিবেশন শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান ক স্পিকারসহ এমপিরা অংশ নেবেন।

অধিবেশনের জন্য সাতটি বিল : আগামী অ ও পাস হওয়ার কথা রয়েছে। কাস্টমস বিল- ২০১৯, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশো কর্পোরেশন বিল-২০১৯, বাংলাদেশ প্রকৌশ বাতিঘর বিল-২০২০ এবং স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সশিয়াল কর্ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান বিল-২০২০